সময়ের সাথে চলি - ৫

মাহমুদা রুনু

তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা .....।।

আজ ১২ জুন । এক বছর আগে হ্যামন্ডভিল নার্সিং হোমে যাকে শেষ বিদায় জানাতে হয়েছিল তিনি আমার অতি প্রিয় বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তিত্ব । আমার জীবনের বেশ খানিকটা জুড়ে তিনি ছিলেন ধ্রুবতারার মত । তাকে নিয়েই আজ আমার এই স্মৃতিকথা । জানিনা এখন তিনি কোথায়? তিনি কি বেহেস্তের কোন কাননের ফুল নাকি কোন এক অচেনা গগনের তারা?

যখন আমার মনের দুয়ারের সব কটা জানালা বন্ধ হোয়ে যেত তখন তিনি ছিলেন আমার একমাত্র আশ্রয়, কথার যাদুতে খুলে যেত বন্ধ ঘরের অন্ধ কপাট। যখন আমি জটিল জীবনের জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছি তিনি তার স্নেহের শীতল পরশে সিক্ত করেছেন আমায়। যখন বেঁচে থাকাটা মনে হোত বাড়তি একটা বোঝা সেই সময়টাতে তিনি তার দৃষ্টির দূরদর্শিতায় আমাকে বুঝিয়েছেন জীবনের মানেটা কতো সুন্দর, কতো অর্থবহ বেঁচে থাকতে পারাটা । অথচ সেই মানুষটিকেই চলে যেতে হোল অসময়ে, সবার আগে । আমাকে আশ্রয়হীন করে, স্নেহহীন করে ।

শবনম হোসেইন - ১২ জুন ২০১১ সংসারের সকল বাধন ছিন্ন করে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল প্রায় তিন বছর ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধির সাথে । রবীন্দ্রনাথের বলাই চরিত্র বোধকরি অনেকেরই মনের মাঝে গাথা আছে - বলাই গাছের সাথে কথা বলতো গাছেরা ছিল তার বন্ধু । শবনম ভাবী ছিলেন আমার দেখা এক বলাই চরিত্র । মন প্রাণ ধ্যান ছিল বাগানের প্রতিটি গাছ । তার বাগানে কচুর শাক যেমন সতেজ তেমনি সতেজ আঙ্গুরলতা টসটসে আঙ্গুর গুচ্ছ বলে দিত প্রতিটি বৃক্ষলতা গুল্ম তার পরম আদরের ধন। আমি দেখেছি উনি প্রত্যেকটি গাছের পাতা মুছে দিচ্ছেন পরম স্নেহে, মাটি খুরে দিচ্ছেন নিবিষ্ট মনে আর কথা বলছেন অনর্গল । সাদা ফুল উনি খুব ভালবাসতেন তাই সাদা গোলাপ গন্ধরাজ দোলনচাঁপা জুই রজনীগন্ধা আরো কতো রকমের যে সাদা ফুলের গাছ ওনার বাগানে ছিল । আজ সেই বাগানের মালিকের না-থাকা না-ছোঁয়া বাগান কেমন আছে তা দেখতে যাবার মত কষ্টের কাজটা আমি ইচ্ছে করেই করিনি । আমার স্মৃতিতে থাকুক সেই সদাহাস্যোজ্জল মানুষটি আর তার সদা প্রাণবন্ত বাগানের ছবি ।

আমার জন্মদিন ছিল তার কাছে একটা স্বচ্ছ জ্বলজ্বলে একটা দিন কোনদিন ভুল করেও উনি তা ভুলে যাননি । রেখে দিয়েছেন আমার জন্য কখনো রজনীগন্ধা, কখনো গন্ধরাজ আর কখনোবা একমুঠো জুই । এক বছরে একটা জন্মদিন চলে গেছে আমি কোন সাদা ফুল পাইনি । আমার বুকের ভেতরের বাগানে আমি রেখেছি তাকে যেখানে আছে সাদা ফুলের সেই মুখ, সাদা মনের একজন মানুষ ।

তিনি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের বড় মেয়ের সন্তান । জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়, সভ্যতায় সবচেয়ে উঁচু এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছেন যে পরিবারের সদস্য সানজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, কাজী আনোয়ার হোসেন প্রমুখ । তা সদাই প্রতিফলিত হয়েছে উনার চলনে বলনে আচার ব্যবহারে । আমি হলফ করে বলতে পারি যিনি একবার তার সান্নিধ্যে এসেছেন তার পক্ষে ওনার সদালাপী, সদা-হাস্যময় মুখটি ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় ।

তিনবছরের ক্যান্সারের সাথে ওনার যে সহবাস ছিল তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল প্রচণ্ড সাহসিকতা আর মনোবল। এই সময়টাতে অনেকটা সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছে ওনার কাছে বসে ওনার কথা শোনবার। জীবনের ফেলে আসা সবকথা যেন উনি একসাথে একমুখে বলে ফেলতে চাইতেন আর হাসির ঘটনাগুলোতে শব্দ করে হাসতেন, কান্নার জায়গাগুলোয় থাকতো নীরবতা । এক

মুহূর্তের জন্যও একবিন্দু অশ্রু তার চোখ বেয়ে ঝড়তে দেখিনি । যেন প্রতি মুহূর্তেই উনি বলতে চেয়েছেন “অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির সাধ মহানন্দময় ...” অথবা “মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান...” উনি জীবন থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে।

গাছ আর বই ছিল তার পরম বন্ধু । ব্যক্তিগত জীবনে মানে সংসার জীবনে উনি ছিলেন একা একনিষ্ঠ একজন জীবন যোদ্ধা । এই সিডনীতে উনি ছিলেন শেকড় ছেড়া একজন আপাদমস্তক বাঙ্গালী । এশফিল্ডের একুশের বইমেলা, সিডনীর বৈশাখী মেলার জন্য সারা বছর ছিল তার অপেক্ষা। উনি বই কিনবেন আর সেই বইগুলো বার বার পড়বেন সারা বছর ধরে। সংসার তাকে স্বদেশের মাটি থেকে শেকড় ছাড়া করেছে এ আক্ষেপ ওনাকে বিশেষভাবে আক্রান্ত করতো । আমাকে প্রায়ই বলতেন “আমাকে এরা লোহার খাঁচার বেধে রেখেছে, মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি নেই” সেটাও সেই স্বভাবসুলভ হাসিমুখে। উনি মুক্তি পেয়েছেন আমাদের এই নিত্যদিনের জটিল সংসার থেকে। আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি রোজ - যেন তিনি থাকেন বেহেস্তের কাননে একটি অনন্য সাদা ফুল হোয়ে যেমন ছিলেন এই ধরাধামে ।

সামিয়া খাতুন তিন্নি তার এক সুযোগ্যা কন্যা। ওনার সাথে আমার দীর্ঘ কথোপকথনের প্রতি মিনিটের মাথায় থাকতো তিন্নি । মেধা, মননে, আচরণে অতুলনীয়া এই মেয়েটি । একদিনের কথা বলি যা এখনো আমার চোখে পানি এনে দেয় – সেদিন ছিল মা দিবস । সকালে দরজায় ইলেক্ট্রনিক দরজা-ঘণ্টিতে শব্দ হোতে গিয়ে খুলতেই দেখি তিন্নি দাঁড়িয়ে এক বিশাল সাদা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে । ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লো শুভ মা দিবস আন্টি । অনেকক্ষণ আমি হতবাক হোয়ে তাকিয়ে ছিলাম । সম্বিত ফিরে হাত বাড়িয়ে তোড়াটা নিতে তিন্নি বল্লো আমার মার সবচেয়ে পছন্দের মানুষটিকে সাদা ফুল দিয়ে মা দিবসের সূচনা করলাম কারণ সাদা আমার মার প্রিয় ফুল আর আপনি তার প্রিয় মানুষ । আমি কেঁদে ফেলেছিলাম – এখনও আমার চোখে পানি এসে গেল । এক পৃথিবী খুঁজেও কি পাওয়া যাবে এমন নির্মল ভালবাসা ? এক সমুদ্র অবগাহন করেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নিঃশর্ত স্নেহ ?

অনেক দিনের সম্পর্ক অনেক কথা অনেক আনন্দ এই রমণীর সাথে । অনেক দুঃখ দিনের সাথীও ছিলেম আমরা । আজ তার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে – কতদিন গেছে যখন তিনি আমার জন্য দোর খুলে অপেক্ষায় থেকেছেন আমি যেতে পারিনি সংসারের নিজের ক্যারিয়ারের চাপাকলে আটকা পড়ে । আমার সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে দুর্লভ কিছু সময় । আজ পরম করুণাময়ের কাছে কায়-মনে প্রার্থনা করি - যে জীবন ওনাকে বঞ্চিত করেছে সুখের অচিন পাখী ধরতে তার চেয়েও বহুগুণ প্রশান্তি দিয়ে তাকে স্থান দিন জান্নাতুল ফেরদাউসে।

সে থাকুক ওই দুর নীলিমায় আপন মহিমায়
যে ছিল একাকী অনন্যা সাদা মনের কন্যা
না-ফেরার দেশে চলে গেছে অনিমেষে
ওই গগনের তারায় তারায় চাদের জ্যোছনায়
আমি খুঁজে ফিরি তাকে চলার পথের বাকে
প্রতিক্ষণের প্রয়োজনে
প্রতিদিনের আয়োজনে ।

১২ জুন ২০১২